প্রথম আলো

26/ 01/2020

সরকারের অঙ্গীকার পূরণে ১৭ খাত

'আমার গ্রাম-আমার শহর'

দেশের বিভিন্ন এলাকার গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা রয়েছে। এই ভিন্নতা মাথায় রেখেই গ্রামের উন্নয়ন পরিকল্পনা করার পরামর্শ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গ্রামে আধুনিক নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দিতে নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল, 'আমার গ্রাম-আমার শহর'। তবে এই অঙ্গীকার কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, কাজের সমন্বয় কীভাবে হবে, তার সুনির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা এখন পর্যন্ত সরকার ঘোষণা করেনি। এই অঙ্গীকার পূরণে কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তা নিয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া একটি গবেষণা করেছে। এতে গ্রামে আধুনিক নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দিতে ১৭টি খাত চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ্রামীণ পরিবেশ অটুট রেখে তিনটি ধাপে আমার গ্রাম-আমার শহর কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরামর্শ দিয়েছে আরডিএ। প্রতিষ্ঠানটি গ্রামে শহরের মতো আধুনিক সুবিধা পৌঁছে দিতে যে ১৭ খাত চিহ্নিত করেছে, তার প্রথমেই রয়েছে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন। তবে শুধু সড়ক যোগাযোগের ওপর জোর না দিয়ে গ্রামের নদী, খাল-বিল দখলমুক্ত করে নৌপথকে গুরুত্ব দিতে বলেছে আরডিএ। তারা বলছে, এলোপাতাড়ি উন্নয়ন ঠেকাতে গ্রামীণ এলাকার জন্যও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা জরুরি।

আমার গ্রাম-আমার শহর কর্মসূচি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তা নিয়ে আরডিএর ৩৮ জন গবেষকের একটি দল বগুড়ার শেরপুর উপজেলার চকপাথালিয়া গ্রামে সম্প্রতি গবেষণাটি পরিচালনা করে। এই গবেষণার ফলাফল নিয়ে গতকাল শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক কর্মশালার আয়োজন করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আরডিএ।

কর্মশালায় আরডিএর মহাপরিচালক আমিনুল ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এতে বলা হয়, আমার গ্রাম-আমার শহর বাস্তবায়নে ১৭টি খাত ধরে পরিকল্পনা করতে হবে। এর মধ্যে গ্রামীণ যোগাযোগব্যবস্থা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎব্যবস্থা, তথ্য ও যোগাযোগব্যবস্থা, উন্নত বাসস্থান, পয়োনিষ্কাশন ও বর্জ্যব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা এবং নিরাপত্তা অন্যতম।

আমার গ্রাম-আমার শহর বাস্তবায়নের জন্য একটি ধারণাপত্রও দিয়েছেন গবেষকেরা। তাঁরা বলছেন, এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি সমন্বয় কমিটি করা জরুরি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) মতো একজন মুখ্য সমন্বয়ককে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করেছেন গবেষকেরা। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। বাস্তবায়ন কার্যক্রম কতটা এগোল, তা নির্দিষ্ট সময় পরপর পর্যালোচনা করবে মুখ্য সমন্বয়কের নেতৃত্বে গঠিত সমন্বয় কমিটি।

গতকালের কর্মশালায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, আরডিএর গবেষণায় যেসব ফলাফল উঠে এসেছে, সেগুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে আরও আলোচনা করা হবে। সম্পদের সুষম বণ্টন ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামে নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে।

গবেষণায় উঠে আসা ফলাফলের অনেক ইতিমধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে বলে জানান পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব রেজাউল আহসান। তিনি বলেন, গ্রামে নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কাজটি সমন্বিতভাবে করতে হবে।

কর্মশালায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জয়নুল বারী বলেন, একেকটি খাতে একাধিক সরকারি সংস্থা কাজ করছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এসব কাজ সুসমন্বিত নয়, পুনরাবৃত্তি রয়েছে। তদারকি সঠিকভাবে হচ্ছে না। ফলে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করলেও এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

গ্রামের পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে অবকাঠামো উন্নয়ন করার বিষয়টি ভাবার পরামর্শ দিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব নূর-উর-রহমান। তিনি বলেন, গ্রামে নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দিতে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের গ্রামীণ পরিবেশ ও প্রতিবেশের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, গ্রামে শহরের সুবিধা দিতে গেলে উপজেলাকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান বাড়াতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে আদালত স্থাপন করতে হবে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকার গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য ভিন্ন, এই ভিন্নতা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করতে হবে।

সরকারের এই নির্বাচনী অঙ্গীকারের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, আমার গ্রাম-আমার শহর কর্মসূচিটি বাস্তবসম্মত। গ্রামের বৈশিষ্ট্য নষ্ট না করে নগরায়ণ করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। তিনি বলেন, শহর ও গ্রামের ব্যবধান দিন দিন কমে যাচ্ছে। গ্রামগুলোতে ইতিমধ্যে অপরিকল্পিত নগরায়ণ হচ্ছে। শহরের জঞ্জাল গ্রামে পৌঁছে দেওয়াই নগরায়ণ না।